শ্রী রামচন্দ্র মিশন

ECHOES
ইন্ডিয়া
নিউজ্‌লেটার

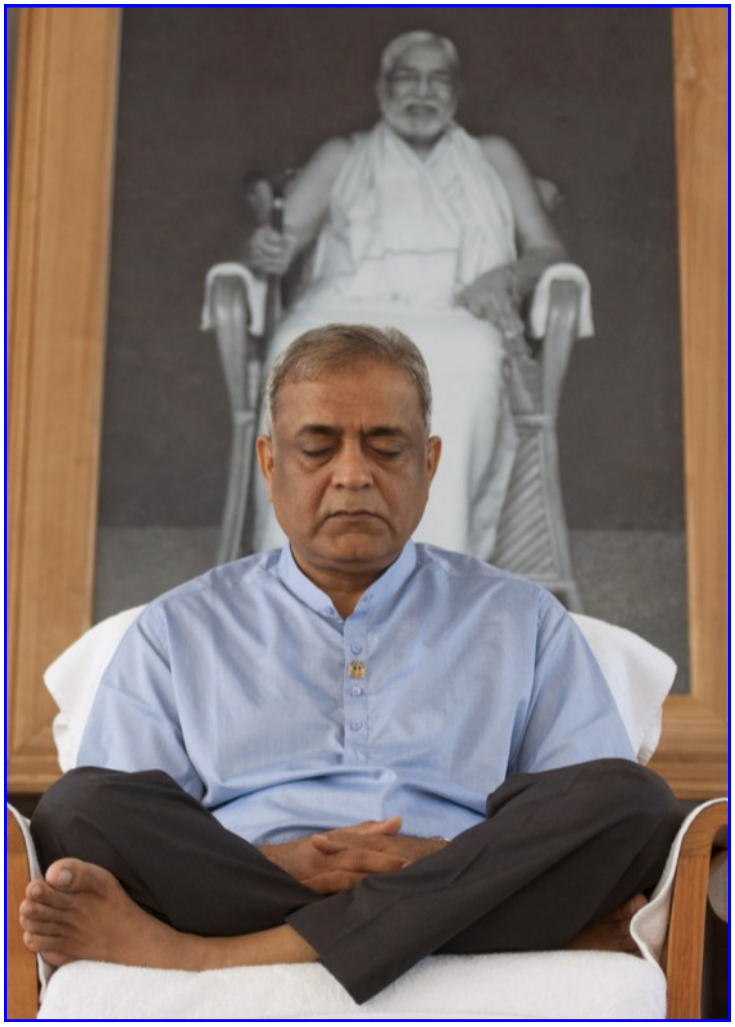

২০১৫

নববর্ষের সংবাদ

"আমি আশা করি আমরা সবাই নিজের পরিচয় দেব যখন আমাদের প্রশ্ন করা হবে 'আপনারা কি?' 'আমি একজন অভ্যাসী' কেননা এইটাই আমার জীবনে এবং আমার হৃদয়ে প্রাথমিক বস্তু বিশেষ। আমাদের হৃদয়ের একটা স্থায়ী ছাপ থাকা দরকার যে আমি একজন অভ্যাসী। প্রত্যেক মুহূর্তে এই বিষয়টির উপর এত জোর দেওয়া দরকার যাতে একটি মুহূর্ত যেন তাঁর স্মরণ ছাড়া না হয়, প্রতিটি মুহূর্ত যেটি অপচয় হবে তারজন্য যেন আফসোস থাকে। তা না হলে বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। আমাদের জীবনগুলি মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নদীগুলির মতো ভেসে যাবে। আমাদের জীবনগুলি সময়হীন সময়ের সমুদ্রে কোথাও উধাও হয়ে যাবে।

কমলেশ ডি. পটেল, ১লা জানুয়ারী ২০১৫, মানাপাক্কাম

মানাপাক্কামের সংবাদ

অক্টোবর ২০১৪

বুধবার ১লা অক্টোবর গুরুদেব হুইলচেয়ারে করে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং প্রায় ২০জন নতুন অভ্যাসীদের সাথে দেখা করলেন যারা ২ তারিখ থেকে একটি ৫ দিনের চাইনিজ সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। ৪ তারিখ সন্ধ্যে ৬টা বাজতে না বাজতে গুরুদেব চিন, দক্ষিণ আফ্রেরিকা এবং আসাম থেকে আসা অভ্যাসীদের সাথে যারা কটেজের প্রবেশদ্বারের কাছে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের সাথে প্রায় ১ ঘন্টা বসলেন। একজন ভ্রাতা যিনি অনুবাদ করছিলেন তার সাহায্য নিয়ে গুরুদেব কথা বললেন। তারপর সংযোজকরা অভ্যাসীদের পরিচয় গুরুদেবের সাথে করিয়ে দিলেন। একজন অভ্যাসী বাঁশী দিয়ে চাইনিজ স্টাইলে দুটি গান বাজালেন যা গুরুদেব এবং অন্যান্যদের খুবই ভালো লাগল। এই পর্বটির পরে উনি খুব ক্লান্ত অনুভব করলেন এবং সোজা শুতে চলে গেলেন।

অস্ট্রেলিয়ান সম্মেলন

৫ তারিখ সরাসরি ভিডিও কনফরেন্স দ্বারা ব্রেসবেন থেকে আয়োজিত অস্টএলিয়ন সম্মেলনে কমলেশ ভাই বললেন যে গুরুদেব শারীরিক রূপে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আনন্দ সহকারে নিজের কর্তব্য করতেন এবং তা করার দরুণ ওনার আশে-পাশে যারা থাকত তাদের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক উত্থানের অনুভব এনে দিতেন। ওনার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সর্বদা এই চিন্তা থাকত যে কি ভাবে সবাইকে, তারা আশ্রমের কাছেই থাকুন বা দূরে আধ্যাত্মিক সেবা প্রদান করবেন। যখন কমলেশ ভাই বললেন যে গুরুদেব কিছু কিছু চিকিৎসা আর গ্রহণ করবেন না বলে দিয়েছেন কেননা সেই চিকিৎসা তাঁর শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বল করতে

পারে এবং তার অর্থ হল যে তিনি অভ্যাসীদের সাথে দেখা করতে পারবেন, এই শুনে অভ্যাসীরা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন।

প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী এবং ৩০ জন শিশু ব্রিসবেনে "আনন্দের সাথে সাধনা" এই বিষয়টির উপর একটি রাষ্ট্রীয় সভায় একত্রিত হয়।

চিনা সম্মেলন

প্রায় ১১টা নাগাদ গুরুদেব কটেজের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং চিনা অভ্যাসীদের সাথে তাঁর একটি সমূহ ফটো নেওয়া হল। সোমবার, ৬ই অক্টোবর, চিনা সম্মেলনের শেষ দিন ছিল এবং কমলেশ ভাই সমাপণ সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে গুরুদেবের নিয়মাবলীতে একটি পরিবর্তন হল। উনি বেশ দেরীতে শুয়ে উঠতেন কোন কোনদিন সকাল ৯:৩০মি., এমন কি ১০টার পরও,প্রাতঃরাশের পর তাঁর কিছু সময়

সংবাদ শুনতে অতিবাহিত করতেন। কোন কোনদিন, উনি বাইরে রৌদ্রে বসতেন। তারপর উনি বিশ্রামে যেতেন, তিনটের সময় শুয়ে উঠতেন এবং মধ্যাহ্নের ভোজন করতেন। দুপুরবেলায় কিছুক্ষণ টিভি দেখতেন বা কেউ ওনাকে বই পড়ে শোনাতো এবং সন্ধ্যেবেলায় বাইরে বেরিয়ে আসতেন। বেশীরভাগ সময় গুরুদেব মৌন থাকতেন – অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার সময়ও শুধু তাদের আশীর্বাদ দিতেন।

৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার দিন ওমেগা স্কুল থেকে আসা একটি মেয়ে যে আগেও পিয়ানো বাজিয়ে ছিল, এসে আবার পিয়ানো বাজালো। গুরুদেব সম্পূর্ণ মৌন অবস্থায় থেকে তা শুনলেন।

সম্মেলনের সাথে ভিডিও কন্ফারেন্স : ১১ই অক্টোবর কমলেশ ভাই সাধারণ ভাবেই গুরুদেবকেই ভিডিও কন্ফারেন্স–এর দ্বারা সম্মেলনে একত্রিত অভ্যাসীদের সম্বোধন করার যোজনার কথা জানালেন। কমলেশ ভাই জিজ্ঞেস করলেন যে উনি কি অভ্যাসীদের সম্বোধন করতে চান কিনা। গুরুদেব বললেন "নিশ্চয়ই"। কমলেশ ভাই সবাইকে বললেন যে এটি সব অভ্যাসীদের জন্য অপ্রত্যাশিত। সেদিন রাতে রাত্রি ভোজনের পর অভ্যাসীদের সম্বোধন করলেন। উনি পর্দাতে বড় বড় কেন্দ্রেগুলি যেমন মোলেনা, মণরো, সানজোম, টেক্সাস ইত্যাদি অভ্যাসীদের দেখতে পেলেন। গুরুদেব ২০ –৩০ মিনিটের একটি বক্তৃতা দিলেন। উনি এই বিশাল সংখ্যা সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে থাকা অভ্যাসীদের সম্বোধন করে খুব আনন্দের অনুভব করলেন।

১০ থেকে ১২ই অক্টোবর অবধি সপ্তাহের শেষে সারা আমেরিকা থেকে আসা অভ্যাসীরা ৬টি জায়গায় "প্রেমিক হৃদয়ের রচনা" এই বিষয়টির উপর আয়োজিত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে একত্রিত হলেন। নিজের বক্তৃতায় গুরুদেব বললেন যে সবাইকে বুঝতে হবে যে আমাদের হৃদয়কে কাজে লাগাবার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত পরিপক্কতা আছে। "কি করে এটা কাজে লাগাবেন? শুধু ভালবাসাই একমাত্র রাস্তা।" উনি বললেন আমরা যখন হৃদয়কে কাজে লাগাই তখন কোন ভুল হতে পারে না। আমাদের এটাকে কাজে লাগাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়; এতে কোন ঝুঁকি নেই। হৃদয় না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই।

২২ থেকে ২৩: দিওয়ালী উৎসব: ২২ তারিখে কমলেশ ভাই সৎসঙ্গের পরিচালনা করলেন, গুরুদেব সকাল বেলায় পরের দিকে বেবিয়েছিলেন, কিন্তু উনি খুব অখুশী ছিলেন যে শাধনা কক্ষে তিনি যেতে পারেননি। দুপুর বেলায় উনি কিছু অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করলেন যারা সকাল থেকে উনার দর্শন পাবার জন্য প্রতিক্ষা করছিলেন।

সন্ধ্যেবেলায় গল্ফ গাড়িতে চড়ে গুরুদেব আশ্রমে ঘুরতে বেরলেন। বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত অভ্যাসীরা ওনাকে দেখার জন্য একে ওপরকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন, রক্ষীরাও এই ভিড় সামাল দিয়ে খুব বেগ পাচ্ছিল। তবুও গুরুদেব বহুসংখ্যক অভ্যাসদের সাথে দেখা করলেন। উনি সবাইকে বললেন, আবার বেরতে চান কেননা

অনেকে শুধু ওনাকে দেখতে এসেছে । বৃহস্পতিবার দিন উনি না বাইরে বেরতে পারলেও গুরুদেব অভ্যাসীদের সাথে কটেজে দেখা করলেন । এই উৎসবে এমন এক অনুভূতি তৈরী হল, যাতে কটেজে জ্বালনো দীপের সাথে সাথে সবার হৃদয়েও জ্বলচ্ছিল ।

শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর: সন্ধ্যেবেলায় ধ্যানকক্ষে গুজরাত থেকে আসা ভগিনীরা গরভা নৃত্য প্রস্তুত করলেন; গুরুদেব সেটি CCTV –এর মাধ্যমে ঘর থেকেই দেখলেন, ভগিনীরা ও শিশুরা যারা এই কার্য্যক্রমে অংশ নিয়ে ছিল তারা সবাই গুরুদেবের সাথে দেখা করল । উনি সবার সাথে কথা বললেন এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে উপহার দিলেন এবং বললেন, " এই উপহারটি খুবই মূল্যবান, এটি কাউকে দেবে না ।" অভ্যাসীরা উত্তরে বলল, " গুরুদেব আপনি আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান এবং আপনি আমাদের যাই দেন সবই খুব মূল্যবান ।"

রবিবার, ২৬ অক্টোবর : গুরুদেবের দ্বারা অভ্যাসীদের সম্মেলন: গুরুদেব খুব আনন্দ অনুভব করছিলেন কেননা উনি বিপুল সংখ্যক অভ্যাসীদের অমেরিকান সম্মেলনটি সম্মোধন করতে পেরেছেন এবং বললেন, " এইভাবে আরও করতে পারলে খুব ভাল হয় ।" তারপরের দিনই কমলেশ ভাই ব্যবস্থা করে জানালেন যে গুরুদেব ওভেয়কাস্ট–এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর অভ্যাসীদের সরাসরি সম্বোধন করবেন ।

গুরুদেব সকালে বেশ তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেলেন কিন্তু জলখাবারের আগে তিনি বললেন, " আমার সব অভ্যাসীদের সম্বোধন করার কথা কিন্তু আমি জানি না কি বলবো । "যাইহোক, কিছু আসবে," উপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন । গুরুদেব প্রায় পঞ্চাশ মিনিট সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভ্যাসীদের বক্তৃতা দেলেন যারা আশ্রম এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে একত্রিত হয়েছেলেন বা বাড়ি থেকেই ওনার কথা শুনছিলেন । বক্তৃতা শেষ হবার পর গুরুদেবের চেহারায় সন্তোষের ভাব ফুটে উঠছিল; বহুমাস পরে একটি বিশাল সভাকে সম্বোধন করতে পেরে । এই কার্য্যক্রমটা শেষ হবার পরেই গুরুদেব বিভিন্ন ই–মেল এর মাধ্যমে জানতে পারলেন অভ্যাসীরা কেমন অনুভব করল, উনার বক্তৃতার কি প্রভাব হল এবং উনি সবকিছু শুনে খুশি হলেন ।

সোমবার, ২৭ অক্টোবর : গুরুদেবের বহির্গমন: হঠ্যাৎ গুরুদেবের ঠিক করলেন একজন অভ্যাসীর বাড়ি যাবেন যেটি উৎঘাটন হবার কথা ছিল । উনি নিজের গল্ফ গাড়িতে চড়ে গেলেন, প্রসাদ দিলেন, বাড়ির চারিদিক ঘুড়ে ফিরে দেখলেন, রান্না ঘরে গেলেনে এবম উনুন জ্বালালেন যেখানে দুধ গরম করা হল । তারপর গুরুদেব কক্ষে বসলেন যেখানে শিশুরা পারস্পরিক কর্ণাটক সংগীত গাইলেন । উনি তারপর কটেজে ফিরে এলেন ।

বুধবার,২৯ তারিখ, গুরুদেব একটি স্বল্প সময়ের সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন এবং একটি বিয়ে দিলেন । অনেক কাল পর কটেজে বিয়ে হতে দেখে সবারই ভাল লাগল । সমূহ ছবি নেওয়া হল এবংএকটি উৎসবের বাতাবরণ তৈরী হল ।

৩১ অক্টোবর গুরুদেব স্বাস্থের সামান্য অবনতি ঘটল কিছু পরীক্ষা করাও হল এবং ভ্রাতা কৃষ্ণা রাত্রে উনার সঙ্গে থাকার জন্য এলেন ।

নভেম্বর ২০১৪

গুরুদেবের স্বাস্থ

নভেম্বরের শুরুতে এটা নিশ্চিত হল যে গুরুদেব সংক্রামণে আবার আক্রান্ত হয়েছেন অতএব এন্টিবায়টিক শুরু করা হল । একদিন সকালে গুরুদেব যখন কার্য্যালয়ে এলেন, বেশ সতেজ মনে হল । উনি জলখাবার খেলেন, সংবাদ শুনলেন এবং তারপরেই ' প্রধান মন্ত্রী' (ভারতের মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটি টিভি সিরিয়াল দেখতে চাইলেন) । তারপর উনি ঠিক করলেন কিছুক্ষণ বাইরে বসলেন ।

পরের সপ্তাহে গুরুদেবকে পিঠে ব্যথার সম্বন্ধে একটি স্ক্যাক করবার জন্য মিয়ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, এটাও দেখা গেল যে উনি নিজের ডান হাতটা ঠিক করে নাড়াতে পারছেন ণা কিন্তু সময় মত প্রভাবি চিকিৎসার দরুণ গুরুদেবের স্বাস্থের উপর কুপ্রভাব অনেক কম করা গেল । ওনার সংক্রামণ একসপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল এবং উনার ডান হাতটি আসতে– আসতে আবার ঠিক ভাবে কাজ করতে লাগল । ডাক্তাররা খুব পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন সংক্রমণের কারণে গুরুদেবের কটেজে বেশী লোক যেন না যায় ।

নিজের ডান হাতটাকে স্বাভাবিক করার জন্য গুরুদেব কিছু ব্যায়াম করলেন । কিছুদিন ধরে জার্মানি থেকে আসা এক ভগিনী গুরুদেবের হাতটিকে মালিশ করলেন যার সুফল দেখা গেল । গুরুদেব নিজের হস্তাক্ষর অভ্যাস করলেন । উনি আসতে কলম ধরে ধীরে লেখার চেষ্টা করতেন । আসতে –আসতে উন্নতি দেখা গেল ।

With participants of the Youth Seminar

গুরুদেবের নিজেকে স্বাভাবিক কার্যকলাপে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় নিশ্চয় দেখে সবাই খুব অনুপ্রেরণা পেল । ডাক্তাররা বলতো – "গুরুদেবের জন্য সবসময় এটা ' তত্ত্বের উপর মস্তিষ্কের জয়'।" নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে উনি প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই লিখতে পারতেন এবং একজন প্রশিক্ষকের সার্টিফিকেটও হস্তাক্ষর করলেন ।

দ্বিতীয় সপ্তাহে গুরুদেবের শারীরিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হল । এক সময় উনি নিজের শয্যা কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে বসেছিলেন এবং উনাকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছিল । উনি কমলেশ ভাইকে ওখানেই ওনার সাথে সকালের জলখাবার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন । গুরুদেব খুব মন দিয়ে সংবাদ শুনলেন । উনি বাইরে একঘন্টারও বেশী বসে থাকলেন এবং ভীম সেন যশী (ভারতীয় গায়ক)–এর গাওয়া দুটি গান শুনলেন, যে গুলি কমলেশ ভাই ওনার কম্পিউটারে বাজালেন । গুরুদেব চোখ বন্ধ করে শুনলেন । এটা বোঝা যাচ্ছিল যে যখন গান চলছিল সেইসময় গুরুদেব সবাই–এর উপর কাজ করছিলেন । একজন নতুন অভ্যাসী ভগিনী যিনি মুম্বাই–এর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা গুরুদেবের সঙ্গে বসেন । এই ভগিনী পরে নিজের পরিচয় দিলেন এবং ওনাদের মধ্যে একটি ছোট আলোচনা হল । তারপর গুরুদেব বিশ্রাম করতে চলে গেলেন । এই পুরো পর্বটি প্রায় তিন ঘন্টা চলল ।

শুক্রবার, ২১শে নভেম্বর

গুরুদেব এক নব দম্পতির সঙ্গে দেখা করলেন যারা তাঁর আশীর্বাদ নিতে এসেছিল । গুরুদেব তারপর রৌদ্রে বসার জন্য কটেজের বাইরে বেরিয়ে এলেন । পরে অভ্যাসীরা ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন এবং তারপরেই গেটগুলি খুলে দেওয়া হল যাতে তারা ভিতরে এসে গুরুদেবের সাথে বসতে পারেন ।

বাইরের এই পর্বগুলিতে গুরুদেব বেশীরভাগ সময় মৌন অবস্থাতে বসে থাকতেন এবং সবাই যেন সেই বাতাবরণে ডুবে আছে ।কখনো কখনো কোন অভ্যাসী কিছু বিষয় নিয়ে বলতো যা পরবর্তী কালে আলোচনায় রূপান্তরিত হত ।

রবিবার, ২৩ নভেম্বর – সবারই চিন্তা ছিল গুরুদেবের শরীরে আবার সংক্রমণ ঘটেছে । কিছু পরীক্ষা– নিরীক্ষা করানো হল তারপর ওনাকে এন্টিবায়টিকের কোর্স শুরু করল । গুরুদেবকে শরীরিক কষ্ট দেখে সবাই বিচলিত হয়ে পড়ল । উনি বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকলেন ।

যুবা সম্মেলন

শুক্রবার দিন ২৮শে নভেম্বর গুরুদেব সকাল ১০:১৫ নাগাদ যুবা সম্মেলনের অংশ গ্রহণকারীদের সাথে কিছু সময় কাটাবার জন্য কটেজের বাইরে এলেন । এই যুবা সম্মেলনটি সোমবার থেকে শুরু হয়ে সেদিন নিজের শেষ পর্যায় ছিল । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২৫০ জন অংশগ্রহণ করতে আসে । প্রত্যেকদিন সকাল ৬:৩০টার সৎসঙ্গের পরিচালনা করতেন এবং নটার সময় বক্তৃতা দিতেন । সেইখানে সমূহ আলোচনাও হত এবং সন্ধ্যেবেলায় কিছু চিত্তাকর্ষক চলচিত্র ও ডকোমেন্ট্রী দেখানোর ব্যবস্থা ছিল ।

গুরুদেব বাইরে বসলেন এবং সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত অভ্যাসীদের কটেজে ডুকবার অনুমতি দেওয়া হল । আগের রবিবার যখন গুরুদেব সম্মেলনের সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তিনি বললেন, "আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি, ' যুবা অবস্থায় ধরো' ।" গুরুদেব বেশী কথা বললেন না, কিন্তু একজন ভ্রাতাকে দশটি নিয়মাবলীর উপর উপস্থাপনা প্রস্তুত করার সুযোগ দেওয়া হল । গুরুদেব ভেতরে ফিরে যাওয়ার আগে উপস্থাপনাটি শুনলেন এবং ৯০ মিনিট যুবা অভ্যাসীদের সাথে কাটালেন ।

শনিবার, ২৯শে নভেম্বর: সংবাদ বিবৃতি

একটি বিবৃতি পড়ার পর যে বিগত দু বছরে মেয়েদের চ্যাটার্ড একাউন্টন্সী কোর্স–এপ্রবেশ নেওয়ার সংখ্যায় ৫০ প্রতিশত বৃদ্ধি হয়েছে, গুরুদেব বললেন যে উনি এই সংবাদটি পেয়ে খুশী । উনি বললেন, " আমি আমাদের মেয়েদের বিগত বেশ কিছু বছর ধরে বলছি যে এটি তাদের জন্য একটি সুরক্ষিত চাকরির সুযোগ । তাদের কাজের সময় নমনীয়তা থাকবে এবং রাত্রে বেলায় কাজ করতে হবে না, যেগুলি খুবই বিপদজনক ।" তারপর বার্তালাপের ধারা সাধারণ জীবনের দিকে ঘুরে গেল, এবং গুরুদেব বললেন, "আমাদের সময় শুধু একটি আকারের রেফ্রিজেরেটর পাওয়া যেত আর এটি ক্রেতাদের একমাত্র বিকল্প ছিল । এখন বড় থেকে বড় আকারের রেফ্রিজেরেটর পাওয়া যায় যে গুলিতে বেছে থাকা পিজ্জা, পাসতা ইত্যাদি রাখা হয় । যখন আপনার কাছে একটি গাড়ি চাই । আমার মনে হয় আমাদের নিজেদের ইচ্ছেগুলিকে নিম্নতম মাত্রায় বেঁধে দেওয়া উচিত, শুধু তবেই আমরা সুখী এবং সন্তুষ্ট হতে পারবো ।"

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

ডিসেম্বর ২০১৪

শেষের কয়েক সপ্তাহ

গ্রুপ সিটিং প্রিফেক্টদের জন্য :

৩রা এবং ৪ঠা ডিসেম্বর গুরুদেব ৩৯ জন প্রিফেক্টদের একদলকে অন্তিম সিটিং দেন। সাথে তাদের শংসাপত্র সৈ করে সেন। এই কয়েকদিন গুরুদেব প্রাতঃরাশের পরে পরেই বিশ্রামে চলে যেতেন এবং আবার বিকাল বেলায় উঠে পরতেন।

৮৮০ ভোল্ট সঞ্চারণ

আমেরিকা থেকে আগত ৮৩ বছর বয়সী এক অভ্যাসী প্রায় চারঘন্টা অপেক্ষা করেন গুরুদেবের দর্শন পাওয়ার জন্য। অবশেষে তিনি যখন মিলিত হলেন, অভ্যাসী গুরুদেবকে বলে যে একবার গুরুদেবের এক সিটিংএ সঞ্চারণের তীব্রতা প্রায় ৮৮০ ভোল্টের মত অনুভব হয়েছিল যার ফলে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। গুরুদেব তা শুনে হাসেন। অভ্যাসী এও বলে যে সে অভিভূত যে গুরুদেবের কাছে যারাই আসে তাদের সকলকে কি ভাবে তিনি সঞ্চারণ প্রদান করেন। একথা শুনে গুরুদেব আবার হাসেন এবং কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে যায়। কেবলমাত্র গুরুদেবই জানেন ঐ স্বল্প সময়ের জন্য কি ঘট , কিন্তু ঘরের মধ্যে উপস্থিত অনেকের চোখে জল চলে আসে।

নীরবে সিটিং

এক সন্ধ্যাবেলাতে গুরুদেব প্রচন্দ ব্যাথার মধ্যে চোখ বুজে থাকেন। দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন নিদ্রামগ্ন, হঠাৎ বলে ওঠেন "দ্যাট্স অল"। গুরুদেব ব্যাখ্যা করেন যে তিনি একটা সিটিং দিচ্ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর কাজ তিনি করতেই থাকেন।

বুধবার, ১০ই ডিসেম্বর

ভাই কৃষ্ণা গুরুদেবের শরীরের ব্যাপারে খুব বিচলিত হয়ে কটেজে থেকে যাওয়ার কথা ভাবলেন। বেশ কয়েক দিন পর, গুরুদেব কিছুটা সুস্থ বোধ করায় তার গল্ফ গাড়ীতে করে বাইরে আসারও পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু তাপর দিনই গুরুদেব আবার অসুস্থ বোধ করতে থাকেন।

বিনোদন :

সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা দেখা ছাড়াও গুরুদেব বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল দেখেন। বিদ্ধ নামের একটি টিভি সিরিয়ালের শেষ পর্যায়ে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ দিনগুলো দেখায়, যেখানে তিনি আহারের মধ্যে বিষ মেশানো আছে জেনেও তা গ্রহণ করেন। কেউ একজন গুরুদেবকেবলে যে "সেই জিনিসটাই আগে আপনার সাথে হয়েছে এবং এ সত্ত্বেও আপনি আহার গ্রহণ করেছিলেন।" এ ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি জানা সত্ত্বেও সেই রকম খাবার খেয়েছিলেন, এতে গুরুদেব উত্তর দেন যে "এটা তাই যা হওয়ার থাকে।"

তোমার কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করো :

একদিন এক অভ্যাসী ভগিনী কটেজে এসে বলে যে, "গুরুদেব আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমাকে অনুমতি দিন সেই কষ্টের কিছুটা যেন আমি ভাগ করে নিতে পারি।" এর উত্তরে গুরুদেব শান্ত ও স্মিত হেসে জানান এটার অনুমতি নেই এবং এটা জিজ্ঞাসা করবে না। তুমি সত্যি যদি আমার জন্য কিছু করতে চাও তবে তোমার কাজ নিপুণ ভাবে করো সেটাই হবে সর্বোঃতম কাজ।"

গুরুদেবের এক বাণী :

১৫ই ডিসেম্বর, সোমবার রাশিয়ান অধিবেশন শুরু হয়। নিজের বিছানাতে শুয়ে তাঁর বাণী রেকর্ড করে উপাসনা কক্ষে শোনানো হয় : " প্রিয় ভাই ও বনেরা, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে না পারার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি তোমাদের আত্মার সঙ্গে আছি, আশাকরি তোমরা তা অনুভব করতে পারছো। বিশ্বাস করো যখন আমি বলছি যে আমি তোমাদের সকলের সাথে আছি। সব সময়ে, এখানে অথবা রাশিয়াতে অথবা অন্য কোন দেশে, এটা কোন ব্যাপার নয়। দুরত্ব কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না – বাস্তবিক কোন পার্থক্য নেই। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। তোমাদের জন্য রইলো আমার আশীর্বাদ।"

শেষবারের মত বাইরে আসা

আমেরিকা থেকে আনা কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে গুরুদেবকে বিছানা থেকে তুলে চাকা যুক্ত চেয়ারে বসিয়ে ওনাকে কটেজের বাইরে শেষ বারের জন্য আনা হয়। সকালে প্রাতঃরাশ ও সংবাদ পত্র পড়ার পর গুরুদেবকে একটা বই পড়ে শোনানো হয় এবং তিনি চোখ বুজে তা শোনেন।

গুরুদেব সব সময় বই পড়াতে বিশেষ আগ্রহী এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেই আগ্রহ রেখে গেলেন। প্রতিদিন কার সংবাদ পত্র পড়া ছাড়াও, কোন বই পড়া শুনতেন, বিশেষত যখন উনি ঘুমাতে পারতেন না সেই সময়। খুব মনোযোগ সহকারে তিনি শুনতেন এবং প্রকৃত উচ্চারণের প্রতি পাঠককে জানাতেন। তারপরে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শেষের দু দিন

১৮ই ডিসেম্বর থেকে গুরুদেব খুব অসুস্থ ছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাতেন। ২০ তারিখ বিকেল বেলা থেকে গুরুদেবের শরীর অত্যান্ত খারাপ হতে থাকে এবং তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। ডাক্তাররা সমস্ত রকম বিশেষ প্রচেষ্টা দিয়ে তাঁর শরীরকে স্থিতিশীল করা সত্ত্বেও, গুরুদেব রাত্রি ৯.৪৫ মিনিটটে দেহত্যাগ করেন এবং এর ফলে দীপ্তিময় এক যুগের অবসান ঘটলো।

সারা ভারতের যুবা সম্মেলন

২৫ থেকে ২৯শে নভেম্বর, ২০১৪

সারা ভারত থেকে আগত ২৬০ জন প্রতিনিধি যুবা সম্মেলনে যোগ দেয় এবং আলোচ্য বিষয় ছিল 'শুদ্ধতা ভাগ্যের বীজ বোনে'। সমস্ত প্রতিনিধি গত দু মাস ধরে এ বিষয়ে সুচারু রূপে অধ্যয়ন করে।

সম্মেলন চলাকালীন প্রতিনিধি সকাল ৬.৩০ মিনিট কমলেশ ভাই দ্বারা সৎসঙ্গ পরিচালিত হত এবং তারপরে সকাল ৯টাতে বক্তৃতা হত। সারাদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, আত্মসমীক্ষা, কিছু সময়ের নীরবতা পালন, বিভিন্ন দলে আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজকর্ম।

কমলেশ ভাই–এর বক্তৃতার বিশেষ বিষয় গুলো নীচে বর্ণনা করা হল

- তিনি দুটি বই যুবাদের অবশ্য পড়ার উপদেশ দেন একটি হল এফিকেসি অহং রাজযোগ ইন্ দি লাইট অফ সহজ মার্গ এবং অপরটি টুয়ার্ডস ইনফিনিটি।
- সংবেদী কথাটির মানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন " যদি আমাদের চেতনা উদাহরণ স্বরূপ যদি গর্জন করা সমুদ্রের মত হয় তবে বড় কোন পাথর পড়লেও কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু তা যদি নিশ্চল শান্ত পুকুরের মত হয় তবে একটা পাতা পড়লেও কিছু বোঝা যায় না।"
- তিনি জোড় দেন ঘুমের সময় সারণী পরিবর্তন করার ওপর যাতে প্রতিদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সকাল সকাল উঠে পড়া। বারবারএটাতে জোড় দিয়ে বললেন এই ছোট সূচি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামগ্রীক রূপান্তরণ এর চাবি রয়েছে।
- তিনি সুপারিশ করেন যে ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে চলা এবং তার মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানো।

এছাড়া তাঁর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়। প্রতিদিন হুইসপারের পর্বে, আলোচ্য শুদ্ধতার ওপর নির্বাচিত বাণীগুলি সমস্ত প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়। বিকেল বেলার বিভিন্ন পর্বে যোগাযোগ হৃদয় দ্বারা Communication – Using the Heart (Elizabeth Denley), সহজমার্গ– এক জীবন ধারা (Sahaj Marg way of life byPunit Lalbhai)এবং দশ সূত্র (Ten Maxims by Rishi Ranjan) ভ্রাঃ এস. প্রকাশ সঞ্চালন করেন দল– গঠন প্রণালী যার মধ্যে দিয়ে কৌতুক মুহূর্তের মধ্যে এক সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেন। অসুস্থ শরীরের মধ্যেও গুরুদেব এসে কিছু সময় প্রতিনিধিদের মধ্যে কাটান এবং একজনের স্যাক্সোফোন বাদন শোনেন। সম্মেলনের শেষে প্রত্যেক সুখ এবং বিদায়ের কারণে দুঃখের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে যায় এটা ভেবে যে তাদের প্রকৃত ঘরের সন্ধান কি।

প্রিফেক্ট প্রস্তুতিকরণের ষষ্ঠ দল

২৮শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৯ জন প্রিফেক্ট সদস্যের সবচেয়ে বড় দল প্রিফেক্ট প্রস্তুত কার্মশালাতে অংশ গ্রহণ করে। ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, কমলেশ ভাই সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান এবং দুটি ভাষণে বিনীত হয়ে এবং ভালবেসে সেবা দানের ওপর জোড় দেন। প্রিফেক্ট প্রতিনিধিদের উত্তর–পুর্বাঞ্চলের যুবা ও অন্য সদস্যদের বৈঠকেও আহ্বান করে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

মূল আলোচ্য বিষয় ছিল একজন প্রিফেক্ট 'ঐকান্তিক অভ্যাসী' হওয়া এবং প্রিফেক্টদের অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা, এবং তাদের চরিত্র গঠন, যাতে তাঁর হাতিয়ার হয়ে তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। কর্মশালাটি শেষ হয় প্রতিফলিত বিষয়ে বৈঠক দিয়ে যাতে করে একজন আধ্যাত্মিকাক্ষী হওয়ার প্রয়োজনীয় দিক এবং সম্মেলনের থেকে পাওয়া মূল শিক্ষা সমূহ যেন তারা তাদের নিজস্ব কেন্দ্র। আশ্রম নিয়ে যেতে পারে।

আধিকারিক ভ্রমণ

জয়েন্ট সেক্রেটারী, জোন– 2-C – (তামিলনাড়ু পশ্চিম)

এই ভ্রমণের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত আলোচনাতে বক্তব্য ব্যাখ্যা, অভ্যাসীদের ঘরোয়া জমায়েতে উপস্থিত থাকা প্রিফেক্টদের সাথে দেখা করা এবং সময় দিয়ে অভ্যাসীদের সাথে মুখোমুখি আলোচনা করা। ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও (ZIC) এই ভ্রমণের বন্দোবস্ত করেন।

গত ৮ই নভেম্বর, ভ্রাঃ এ পি দুরাই এবং এম্ এম্ ধানুমূর্ত্তি খাণ্সুচিতে(কোটাগিরি থেকে ১০ কি.মি. দূরের গ্রাম্য অবস্থিত গিরি ঈশ্বর মেটইকুলেশন স্থলের এক উন্মুক্ত আলোচনার বক্তব্য রাখেন। বিকেলবেলা ডি.এস.এস.সি. ওয়েলিংটনের এক ঘরোয়া জমায়েত হয় ও তারপরে আরুভাংকাড়ু কেন্দ্রে উন্মুক্ত আলোচনা সভা হয় যেখানে ২৬ জন উপস্থিত ছিল তার মধ্যে ১২ জন উৎসুক।

৯ তারিখ, ২৬ জন অভ্যাসী উটি কেন্দ্রে পুরোদিনের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ভ্রাঃ দুরাই বললেন, অভ্যাসের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি পরিষ্কার লক্ষ্য থাকার প্রয়োজন। এরপর দলটি থাস্কাড়ু নামে সুন্দর গ্রামে এক অভ্যাসী ভ্রাতার বাড়ীতে মিলিত হয় যেখানে আরও ৯ জন উপস্থিত ছিল। প্রতিদিনের অভ্যাস এবং সৎসঙ্গ সংগঠিত করার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা হয়।

১০ তারিখ সকালে উটি কেন্দ্রে একটি উন্মুক্ত শিবিরে ১৫ জন যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ও কিছু অভ্যাসী যারা অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল তারাও উপস্থিতি ছিল। ভ্রাঃ দুরাই অভ্যাসের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেন ও তাদের অভ্যাস শুরু করার ওপর জোড় দেন। বিকেলবেলা তিনি স্থানীয় কোটাগিরিতে অবস্থিত বিশ্ব শান্তি উ: মাধ্যামিক বিদ্যালয়ে ৩৫ জন শিক্ষকের সামনে বক্তব্য রাখেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন আত্মা মানুষের শরীর রূপী খাঁচাতে কি ভাবে বদ্ধ থাকে এবং সংস্কারের ফলে নীচে নামতে থাকে এবং প্রকৃত গুরুর সাহায্যে তা সরিয়ে দিয়ে একজন আকাঙ্ক্ষী কি ভাবে তার সামনের পরিগ্রত পথে এগিয়ে যেতে পারে।

ঙ্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট ভ্রাঃ দুরাই কোয়েম্বাটোরে পৌঁছেই ১৫ জন সমন্বয় কারী স্বেচ্ছাসেবকদের কে নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ যেমন উপকেন্দ্রের উন্নতি, রবিবারের সৎসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করেন।

১১ তারিখে কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রের প্রিফেক্টদের নিয়ে প্রায় দু–ঘন্টা আলোচনা করেন। ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও সেখান থেকে সঙ্গ দেন। বেলা ১১.৩০টা নাগাদ ভ্রাঃ দুরাই ও তাঁর দল ইয়েলো ট্রেন স্পেশাল বিদ্যালয়, রমানাথাপুরম, পরিদর্শন করেন এবং প্রায় ৩০ জন অভিভাবকের সামনে সহজমার্গ ধ্যানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সন্ধ্যাবেলাতে পেরিআনাইকান পাল্যমে এক ভ্রাতার বাড়ীতে যান এবং সেখানে কিছু অতিথি ও পুরনো অভ্যাসীরা যারা অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল তাদেরকে সহজমার্গের বিষয়ে বলেন। মেটুপালায়ামে প্রায় দশ জন অতিথির সামনে ভ্রাঃ দুরাই সহজ মার্গের বিষয়ে বলেন এবং অভ্যাসীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করেন।

১২ তারিখে ওনারা করুমাথাম্পাট্টির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে অর্ধেক দিনের অনুষ্ঠান ও এক উন্মুক্ত আলোচনা অভ্যাসীদের সাথে করেন। সৎসঙ্গ ও দ্বিপ্রহর দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। বিকেলে এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে সরভানামপাট্টি যান এবং ১০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কোয়েম্বাতোরের আর .এস.পুরম হলে, যেখানে মিশন দ্বারা একটি গ্রন্থালয় পরিচালিত হয়, সেখানে ১৭০ জনের অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় নৈশাহার দিয়ে।

১৩ তারিখ গোবিচেট্টিপালায়ামে ১২০ জন অভ্যাসীকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অভ্যাসীদের বক্তব্য ও বিভিন্ন বিষয়ে সমূহ স্পষ্ট করা হয়। এরোড কেন্দ্রে পার্শ্ববর্তী ১২০ জন অভ্যাসী জমায়েত হয়। ১৪ তারিখে তিরুচেঙ্গোড কেন্দ্রে ১২০ জন অভ্যাসী জমায়ত হয় পার্শ্ববর্তী নামাক্কাল, রশিপুরম এবং কোমারাপালায়ম থেকে। সন্ধ্যাবেলাতে ১৬০ জন অভ্যাসীকে নিয়ে ২ ঘন্টার এক আলোচনা পর্ব এক অভ্যাসীর বাড়ীতে সংগঠিত হয়।

১৫ তারিখ দুপুরে চেট্টিপালায়ম (পুরানো) আশ্রমে ১৫ জন প্রিফেক্টকে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিকেলে উন্মুক্ত শিবির স্থানীয় নিফটি–টি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হয় তাতে ৬০ জন ছাত্র ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিল।

১৬ তারিখ পূর্ণ দিনের অনুষ্ঠান ডি.জে. পার্ক তিরুপ্পুরে আয়োজিত হয় আশেপাশের কেন্দ্রের অভ্যাসীদের নিয়ে। ১০৫০ জন অভ্যাসী সকালের সৎসঙ্গে যোগদান করে। প্রাত:রাশের পরে আদান প্রদান, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও পিক্ ও টক্ পর্ব সম্পন্ন হয়।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

ক্রেস্ট অধিকর্তার ভ্রমণ

পানভেল আশ্রম, মুম্বাই

ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে, অধিকর্তা ক্রেস্ট ব্যাঙ্গালোর, ৯ই নভেম্বর পানভেল আশ্রম পরিদর্শন করেন । তিনি অভ্যাসীদের কাছে বক্তব্য রাখেন এবং প্রাত্যহিক অভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্ক অবহিত করেন । তিনি জোড় দেন দিবারাত সহজ মার্গের জীবন ধারাতে দশসূত্রর সমস্ত সূত্র অনুযায়ী অভ্যাস করা যাওয়া । তিনি লালাজী এবং বাবুজীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ অভ্যাসীদের স্মরণ করিয়ে দেয় ।

তিরুপ্পুর

ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে ২৮শে নভেম্বর তিরুপ্পুরে পৌঁছান । 'নিজ অবস্থার অনুভব' এই বিষয়ে প্রিফেক্টদের জন্য একটি অনুষ্ঠান ডি.জে. পার্কে অনুষ্ঠিত হয় । তিনি প্রিফেক্টদের ১০ মিনিটের জন্য ধ্যান করতে বলেন এবং তারপরে সকলকে তাদের ডায়েরীতে তাদের ধ্যান করার সময় নিজের অভিজ্ঞতা লিখতে বলেন । সংক্ষেপে ক্রেস্টের কার্য্য বিবরণীও জানান । তিনি তিন রকম ধ্যানের অনুভবের কথা বলেন –অবস্থান, অবস্থা, অভিজ্ঞতা ও অভিগমন পথ । ২৯শে নভেম্বর, যুবাদের জন্য দুদিনের এক আবাসিক অনুষ্ঠান 'সহজ মার্গ সৈনিক' বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয় যাতে ১৪০ জন তিরুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে যুবাকরা প্রতিনিধিত্ব

করে । সকালের অনুষ্ঠান শুরু হয় ঘুম থেকে ৪.৩০ মিনিট ওঠার পরে । নিজ ধ্যান, শরীর চর্চা, হাঁটার পর ৭.৩০ মিনিটটে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় । প্রাতঃরাশের পরে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা করা হয় – যেমন 'স্বেচ্ছাসেবকদের গুণাগুণ', 'স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা' এবং 'যুবাদের মধ্যে প্রাণ সত্তা বজায় রাখা' । বিকেলে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকর্ষতা,ভূমিকা এবং অঙ্গীকার বিষয়ে এক আদান প্রদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । সন্ধ্যাবেলাতে এক ছবি প্রদর্শিত হয় । সাধারণ আলাপচারিতার পর রাত ৯.৩০ মিনিট অনুষ্ঠান শেষ হয় । দ্বিতীয় দিনের 'অভ্যাস পদ্ধতি সূক্ষ দিক', 'দশ সূত্র আমার দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'সহজ মার্গ জীবন প্রবাহ' এ সব বিষয়ে আলোচনা পর্ব চলে । বিকেল বেলা একটা ছবি দেখানো হয় । অনুষ্ঠান সন্ধ্যে ৬.০০ টাতে শেষ হয় । সব যুবারা অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে ছিল এবং সহজমার্গের সৈনিক থাকার সংকল্প নেয় ।

অভ্যাসীদের মানাপাক্কম ভ্রমণ

চালদেয়ানি, শোলাপুর কেন্দ্র থেকে ৩২৩ জনের মত অভ্যাসী বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মানাপাকামে ১০থেকে ১২ ডিসেম্বর ৩ দিনের এক সমাবেশে যোগদান করে । সমাবেশে গুরুদেবর শিক্ষাপোদেশ, তিন এম, এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয় যাতে অভ্যাসীরা তাদের জিজ্ঞাস্য জিনিসগুলি জেনে নিতে পারে ও প্রিফেক্টদের সাথে আলোচনা করা হয় ।

New Publication Releases

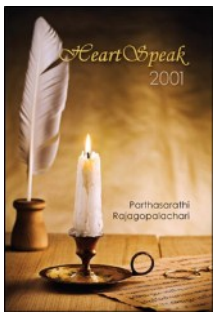

HeartSpeak 2001
English

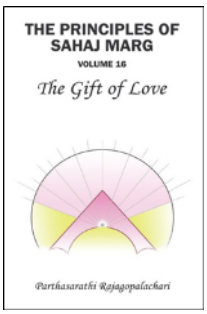

The Principles of Sahaj Marg Vol -16
(The Gift of Love)
English

HeartSpeak 2011
Telugu

New Appointments

Capt. Vineet Ranawat
Joint Secretary & Working Committee Member

Sreekumar Kesavan
Centre in Charge, Aluva

Ravindra Kumar Sinha
Shahjahanpur Ashram Manager

শ্রী রামচন্দ্র মিশন ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

ইউ–কানেক্ট কার্য্যক্রম

প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষক– ওয়ার্দ্ধা, মহারাষ্ট্র

২৯ ও ৩০শে নভেম্বর, ২ দিনের এক দিক নির্দেশক অনুষ্ঠান ও কৃত্রিমপর্ব ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে এই অঞ্চলের ইউ– কানেক্টের প্রশিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা হয় । এখানে নাগপুর, চন্দ্রপুর,ওয়ার্দ্ধা, ইআডাগমল এবং ভান্ডারা থেকে অভ্যাসীরা তাতে যোগদান করে । ইউ – কানেক্টে প্রশিক্ষাপ্রাপ্ত ৬ জন প্রশিক্ষক হিন্দী ও মারাঠী ভাষাতে অনুকরাক্ত পর্ব পরিচালনা করে । খেলা ও অন্যান্য কার্যাবলীর মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের বিভিন্ন শিক্ষা জাগ্রত করা হয় ।

জয়পুর, রাজস্থান

গত ১৬ই নভেম্বর ইউ–কানেক্ট উদ্যোগ অন্তর্গত আত্মোন্নতি কার্য্যক্রমের (SDP - Self Development Program) প্রথম সদস্যদের অভিনন্দন অনুষ্ঠান জোনাল আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় । আর্চ পয়েন্ট কমসাল্টেন্টস প্রা. লি. থেকে ৬ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরকে সম্বর্ধনা জানানো হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউ– কানেক্ট কার্য্যক্রমের লক্ষ্য বিষয়ক বিবরণী উপস্থাপনা করা হয় । এই আত্মোন্নতি কার্য্যক্রম ১৬ সপ্তাহ ধরে হয়ে ১৯শে জুলাই শেষ হয় । বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যকারী ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষক, সাহায্যকারী, সংস্থাপকা ও আই. বিশারদ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে । প্রশিক্ষা প্রাপ্তদের মধ্যে ২ জন যোগদান কারী প্রাথমিক সিটিং নেয় । ভ্রাঃ সন্দীপ নায়ার (জোন–৭–সংস্থাপক) সমস্ত অভ্যাসীদের ইউ–কানেক্টের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান করে । যোগদানকারী সদস্যরা তাদের নিজ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানায় এবং নিজের মধ্যে আভ্যন্তরিক পরিবর্তন নিরীক্ষা করে দেখে এবং তাদের মধ্যে পারদর্শিতা আয়ও করার ফলে ভারসাম্যতা বজায় রেখে

জীবনকে চালিত করার কথাও বলে । আত্মোন্নতি (SDP) কার্য্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায় ২৯শে নভেম্বর জয়পুরে শুরু হয় ।

চন্ডীগড়, পাঞ্জাব

২২শে নভেম্বর আত্মোন্নতি (SDP) ১২ সপ্তাহ ব্যাপী শংসাপত্র কার্য্যক্রমে অংশ নিতে পেরে তাঁর খুশীর কথা এবং বলেন যে তাঁর উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি কি ভাবে প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়েছেন । তিনি এও জানান যে এই কার্য্যক্রমের বিবিধ উপযোগিতার ব্যাপারে তিনি কতটা প্রভাবিত এবং আশা করেন ৩০০০ ছাত্রের কাছে এই কার্য্যক্রমের পৌছানোর বিষয়ে । প্রকৃতপক্ষে তিনি চান এই কার্য্যক্রম যেন সমস্ত ছাত্র অংশগ্রহণ করে ।

মিশনের অনেক অভ্যাসী ও প্রিফেক্ট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে ।মেজর জেনারল (অবসর প্রাপ্ত) হরভজন (ZIC – Zone 10) এবং যুগল কিশোর (ইউ কানেক্ট আঞ্চলিক সমন্বয় সাধক) মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ভালভাবে মত আদান প্রদান করেন ।

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

২০শে অক্টোবর আত্মোন্নতি (SDP) কার্য্যক্রম স্থানীয় মাধব শিক্ষা মহাবিদ্যালয়, গোয়ালিয়রের বি.এড কলেজ ছাত্রদের জন্য শুরু হয় । এর মূখ্যতঃ লক্ষ্য যুবাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ ব্যাপ্ত রাখা, তাদেরকে জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবংএবং নৈতিক ভৌত জীবন ধারণ ও দেশগঠনে সাহায্য করা । এই কার্য্যক্রম সপ্তাহে দু দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় । এগারতম ক্রমে প্রায় ২৫ জন ছাত্রও অধ্যক্ষ, চার প্রশিক্ষক এবং ইউ কানেক্ট দলের সদস্যরা গোয়ালিয়ম আশ্রম পরিদর্শন করে । এখনও পর্যন্ত ১৩ জন ছাত্র ও অধ্যক্ষ সহজ মার্গে অংশ গ্রহণ করেছে এবং এই দলটি কলেজের মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করার অনুমতি পেয়েছে ।

শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান

উদ্দান **দিল্লীর আঞ্চলিক আশ্রম**

গত ২রা নভেম্বর প্রায় ১৩১ টি শিশু পুরোদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । কয়েকটি যুবা অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করে । পাঁচ বছর বয়সের নিম্নতম শিশুরা তাদের বাবা ও মায়ের সাথে কার্ডফর্ম যেমন দৌড়, হস্তশিল্প, গান ও নাচে অংশগ্রহণ করে এবং অগ্রজ শিশুরা দৌড়, দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতার সাথে জড়িত ছিল । তাদের সৃজনশীল দিকটা 'বেষ্ট আউট অফ ওয়েষ্ট' –এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় । দিনের শেষে তারা 'ট্রেগার হান্ট' খেলে । এই খেলার মাধ্যমে তাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর ভালবাসা অর্জন করতে উৎসাহিত করা হয় এবং তার জন্য তাদের চারা উপহার দেওয়া হয় ।

মোরাদাবাদ উত্তর প্রদেশ

গত ৭ই ডিসেম্বর ২৫ জন শিশু থিম ভিত্তিক অভিবাদন কার্ড 'গুরুদেব ধন্যবাদ' তৈরীর প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণ করে । দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার উদ্যম এবং সুন্দর কার্ড তৈরীর মাধ্যমে তাদের ঐক্য ফুটে উঠেছিল । তাদের প্রচেষ্টায় এ বছর একটি ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বয়স শ্রেণীর ভিত্তি পরে পুরষ্কার বিতরন করা হয় ।

গোয়া

গত ১৬ নভেম্বর চিত্রাঙ্কণ এবং অভিবাদন কার্ড তৈরীর জন্য একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করা হয় এবং অভ্যাসীদের ছেলে মেয়েরা হাল্কা জলখাবার খায় এবং আশ্রমে খেলাধূলা করে । তারা মনোযোগ সহকারে গুরুদেবের ভিডিও দেখে । তারপর একজন ভগিনী মিশনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বললেন, মিশনের উদ্দেশ্য এবং কি ভাবে মিশন শিশুদের জীবনের উন্নতি সাধন এবং পরিপূর্ণতা অগ্রগতির দিকে সাহায্য করছে এবং সুশীল মানুস হয়ে উঠেছে ।

ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

২৩শে নভেম্বর জাতিসংঘের বিশ্বজননী শিশুদিবস বনশংকরী আশ্রম পালিত হয় এবং এই দিনে দীর্ঘকালীন অনুষ্ঠান পালিত হয় । সকালে সৎসঙ্গ চলাকালীন শিশুরা গান ও ছোট নাটকটির দ্বারা আশ্রমের বাতাবরণ প্রাণবন্ত করেছিল । ধ্যানের পরে গুরুদেবের বক্তৃতার ভিডিও থেকে 'প্যারেন্টহুড' DVD একটি অংশ চালিয়ে দেখানো হয় । এই নাটক টি তৈরী হয়েছিল শিশুদের কাজকর্মের ভিত্তি করে । এই অনুষ্ঠান এমন ভাবে অভ্যাসীদের অনুপ্রাণিত করেছে যে তারা তাদের শৈশবে পৌঁছে গেছে । তারপর তারা কিছুক্ষণ ক্রীড়া করে এবং তারপর অভ্যাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং শিশুদের মধ্যে গুরুদেবের জ্ঞানের এক একটি উদ্ধৃতি বিতরন করা হয় । তারপর তাদের আহ্বান করা হয় গুরুদেবের ভাষণের উদ্ধৃতি থেকে প্রতিফলন করে তার উপর আলোচনা করা এবং এর উপর ভিত্তি করে কবিতা, ছোটো নাটক্ ও কোলাজ আকারে উপস্থাপিত করা ।

ছয় বছরের ছোট শিশুরা একটি গান নাট্যক্রিয়ার দ্বারা খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশন করে । ছয় থেকে নয় বছরের শিশুরা একটি গান এবং ছোট্ট নাটক প্রস্তুত করে । এরপর একদল অভ্যাসীর গ্রুপ একটি গান ও একটি লঘুনাটিকা প্রস্তুত করে । নয় বছরের থেকে বড় ছেলেমেয়েরা, সবাই মিলে একটি গান ও ছোট্ট নাটক প্রস্তুত করে । যদিও তারা সকাল থেকে নাটক করার জন্য অনুশীলন করেছিল, তাও তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সুন্দর ভাবে নাটকটি নিবেদন করে । ছেলে মেয়েদের কার্য্য সম্পাদনে বাবা মায়েরা খুবই প্রসন্ন হন ।

ইউ পি প্রশিক্ষক সমাবেশ

শাহজাহানপুর

১২ থেকে ১৬ নভেম্বর ইউ.পি থেকে ১৫০ জন প্রশিক্ষক এই পাঁচ দিনের কর্মসূচীতে যোগ দেন। এই সেমিনারের বিষয় ছিল 'বিনম্রতা' যা তুচ্ছতা ও সরলতার অবস্থা। যেটি দ্বিতীয় সূত্র এবং দশম সূত্রের নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অনুভব করা যাবে।

আচরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং চরিত্রের উপর সচেতনতা সৃষ্টি ভালভাবেই গ্রহণ করা হয় এবং সেমিনারের শেষের দিকে সবাই প্রার্থনাশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে স্বপর্যবেক্ষণ এবং স্বসংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। সেমিনারে সবচেয়ে ভাল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল গুরুদেবের দ্বারা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি যেটি সেমিনারে সারাক্ষণ অনুভব হয়েছে। সমস্ত অংশগ্রহণকারীর কাছে এটি একটি বিনয়ী এবং প্রগাঢ় অনুভব যারা এই অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিয়ে ছিল।

হুইসপারের উপর অনুষ্ঠান, হায়দ্রাবাদ, অন্ধপ্রদেশ

৫ থেকে ৭ই ডিসেম্বর ২০১৪, অন্ধপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গনা থেকে ১০০ জন অভ্যাসী কানহা শান্তি ভনম আশ্রমে সমবেত হয়। এই অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল হুইসপারস পাঠনের ব্যাপারে গভীর সচেতনতা ও সমাদর সৃষ্টি করা এবং এটিকে দৈনিক সাধনার অংশ করে তোলা। এই অনুষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অংশকারীদের পরামর্শ দেওয়া হয় রবিবার সৎসঙ্গ বা অন্যান্য আধ্যাত্মিক সমাবেশে যাতে তারা হুইসপার পাঠ করে। এই অনুষ্ঠানটির প্রাসঙ্গিক বিষয় যেমন হুইসপারের গুরুত্ব, কেমনভাবে হুইসপার পড়া যাবে, গুরুদেবের ব্যাপারে এবং সেবার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক বার্তাগুলি ইংরেজী ও তেলেগু ভাষায় পড়ে শোনানো হয় এবং অভ্যাসীদের এই বার্তার উপর ধ্যান করতে বলা হয়। তিনদিনের কর্মসূচিতে বাবুজী,গুরুদেব ও কমলেশ ভাইয়ের বক্তৃতার ভিডিও দেখান হয়। অংশগ্রহণকারীরা কেমন ভাবে নিজের পরিচালনা করবে তা সংগঠকরা বুঝিয়ে দেয়। প্রথমবার আশ্রমে এইরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবায় নিশ্চিত করেছে যাতে সবকিছু সহজে সম্পন্ন হয়।

দশসূত্রের উপর কর্মশালা, ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

গত ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দোর এবং পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে ৪১ জন অভ্যাসীদের নিয়ে একটি আবাসিক সম্মেলন করা হয়। প্রত্যেক সূত্রের উপর পৃথক পৃথক ভাবে ক্লাসের সাহায্যে সেগুলিকে খুব সুন্দর করে বোঝানো হয় যা তত্ত্ব সূত্রের উপর ভিত্তি করে এই সূত্রটির বর্ণনা এবং এটি কেমন করে অভ্যাসীরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে যেটি বাবুজী মহারাজ দশসূত্রে বলেছেন। এই সম্মেলনে প্রত্যেক সূত্রের ব্যবহারিক ও সামাজিক দিক এবং তার সমাধান।

যেমন যেমন পর্বটির অগ্রগতি হল, তেমন তেমন অংশকারীরা আরও বেশী বিষয়টিতে ডুবে গেলেন এবং দশসূত্রের প্রতি বোধগম্যতা গভীরতর হল আর এটিকে অনুসরণ করার উৎসাহ হৃদয়ে বাড়ল। এই কার্য্যক্রমটির প্রস্তুতি একমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়ে ছিল। প্রত্যেক টি সূত্রের জন্য দুজন অভ্যাসীর একটি দল উপস্থাপনা তৈরী করল এবং তারপর একটি সমূহ আলোচনা হল।

তেলেগু প্রকাশনার কর্মশালা, হায়দ্রাবাদ

বিদ্যমান দলের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নতুন দল গঠন করার হেতু ২৯ এবং ৩০শে নভেম্বর তুমকুন্টা আশ্রমে ১০০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রথম দিনের শেষে নিম্নলিখিত দল গঠিত হয় : বই অনুবাদ, সহজা মার্গমু পত্রিকা, ইকোজ নিউজ্লেটার, উপশিরোনামা, বিবিধ, গোল্ড কপি, প্রযুক্তিগত, বই ,অডিও এবং ব্যক্তি ও মালপত্র সরান্ড এবং বিক্রয় প্রচার। প্রতি দলের মধ্যে থাকবে একজন করে সমন্বয়কারী, অনুবাদক, সমালোচনা, প্রমাণ পাঠক এবং প্রযুক্তির কর্মী। দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক দলটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং পরবর্তী এক মাসের জন্য নিজেদের কার্য্যের পরিকল্পনা করে। প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে প্রশিক্ষণ সেশন হবে।

একটি ইলেক্ট্রনিক ফোরাম তৈরী করা হয়েছে যাতে সবা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে পারে এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করা যায়, এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারবে যেখানে সংযুক্ত থাকার জন্য। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীরা গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। এই কর্মশালায় অংশীদার হয়ে কাজ করার জন্য তীব্র উৎসাহ এবং গভীর সচেতনতার সঙ্গে ফিরে গেছে।

আঞ্চলিক সম্মেলন

কোলহাপুর, মহারাষ্ট্র

গত ১৬ই নভেম্বর আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে কোলহাপুরে প্রথমবার ২০০জন অভ্যাসী এবং ২৫ জন শিশু আসে। কোলহাপুর, সাতারা, কারাদ,মিরাজ, কুরলাপ, রত্নগিরি, সওয়ান্তওয়াদি এবং সান্গলি থেকে সমবেত হয়। ভ্রাতা সুভাস বৈদ্য (ZIC MH-5A), সৎসঙ্গের পরে বক্তৃতা দেন। কাছাকাছি কেন্দ্ররা নিজ নিজ প্রশিক্ষকের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রত্যেক প্রশিক্ষক নিজের বরাদ্দবিষয়ে বক্তৃতা দেন।

এই আলোচনাগুলি কাঠামো ভাল এবং অনুপ্রাণিত ছিল। তারা সাধনার বিভিন্ন দিকগুলির উপর আলোকপাত করেন। নতুন অভ্যাসীদের বলা হয় যে এটা তাদের সহজ মার্গের অভ্যাসের ব্যাপারে উপলব্ধি করতে এবং যাতে তারা আরও উদ্বুদ্ধ হবে।

তাঞ্জাভুর, তামিলনাড়ু

২৯ এবং ৩০শে নভেম্বর তাঞ্জাভুরের জেনবাগাপুরম আশ্রমে আঞ্জাভুর হাবে ৬৪ জন অভ্যাসী এবং ১৬ জন প্রশিক্ষক নিয়ে তামিল ভাষায় 'সহজ মার্গ অভ্যাস' এবং 'সহজ মার্গ অভ্যাসীর ভূমিকা'র উপর দুদিনের আবাসিক অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়। অনুষ্ঠানটি সহজমার্গ অভ্যাস, চরিত্র গঠন, গূঢ় প্রদীপ এবং সহজ মার্গের ব্যবহারিক বাস্তবায়নের ব্যাপারে উপস্থাপনা করেন।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সৎসঙ্গ দিয়ে এবং প্রারম্ভিক বক্তৃতার সঙ্গে, যাতে সহজ মার্গ অনুশীলনের গুরুত্ব এবং অভ্যাসীরা নিজের উপর দায়িত্ব এবং স্থিরতম মন অর্জনের উপায়। এই অনুষ্ঠানটি শুরু হবার সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হয়েছিল একটি করে অনুশীলন সম্পর্কিত উপাদান এবং তার সাথে অভ্যাস পুস্তক ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যাতে সহজ মার্গ অভ্যাসের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা আছে। সারা আলোচনা সময় এক এক প্রশিক্ষকের সাথে পাঁচজন করে অভ্যাসী বরাদ্দ ছিল এবং তারা প্রত্যেক বিষয়ের উপর স্ববিস্তারে আলোচনা করেছেন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং গ্রুপ আলোচনায় অংশও নিয়েছেন। গুরুদেবের 'সাধনা' সম্পর্কীয় DVD চালানো হয় অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় একটি প্রতিক্রিয়া ও সৎসঙ্গের মাধ্যমে।

শ্রী রামচন্দ্র মিশন
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

অংশ বিশেষ সংবাদ

চুবলি, উত্তর কর্ণাটক

গত ১৪ই ডিসেম্বর "Parenting & Relationaships" উপরে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় । এই অনুষ্ঠানটিতে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী হুবলি, কালুড়, ধারওয়াদ, নভনগর এবং কাডপাট্টি –র থেকে উপস্থিত হয় ।

Hubli

সেন্টার পরিদর্শন, তামিলনাড়ু

১৯শে অক্টোবর, কারুমাথামপট্টী থেকে ১৪ জন অভ্যাসী কোনোর এবং উটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন । তারা সৎসঙ্গে উপস্থিত হয় এবং সকল অভ্যাসীদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যাপারে তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন এবং গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করা হয় । কোনোর এবং উটির অভ্যাসীরা আতিথিয়তা এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ– এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয় ।

Ooty

Gola Gokarnath

ভেলোর তামিল নাড়ু

গত ৮ ও ৯ নভেম্বর ভাডাভিরিনচিপুরম আশ্রমে চিরন্তণ স্মরণের উপর ২ দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় । কাছা কাছি কেন্দ্র থেকে ২৪ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিল ।

Vellore

Vadodara

গোলা গোকারনাথ, উত্তর প্রদেশ

পুরশোত্তম বাল বিদ্যামন্দির স্কুলে শিক্ষকদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় । এই কর্মশালাটিতে ২৩ জন শিক্ষক নেতাজী সুভাস চন্দ্র বোস স্কুল ও পুরোষত্তম বাল বিদ্যামন্দির থেকে আসেন ।

বড়োদরা, গুজরাট

বরোদা উচ্চ বিদ্যালয়, অলকাপুরিতে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের নিয়ে দুটি অনুষ্ঠান যেমন মূল্যবোধ এবং নেতৃত্বের উপর আলোচনা হয় । এই ক্লাসগুলি ছাত্ররা খুব অনন্দের সাথে উপভোগ করে যার দরুণ তাদের আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি পায় ও নিজেদেরকে সমানের সঙ্গে দেখতে সাহায্য করে ।

Grounding in the Practice –প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সারা ভারত জুড়ে কেন্দ্রগুলিতে GITP সেশনের কয়েকটা ফটো এখানে দেওয়া হল ।

Jodhpur

Sirsi

Patiala

Sirohi

Goa

Palakkad

শ্রী রামচন্দ্র মিশন

ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

সাথুপল্লি আশ্রম, তেলেঙ্গনা

আলোর কেন্দ্র

সাথুপল্লি তেলেঙ্গনা রাজ্যের অন্তর্গত কামাম জেলার মধ্যে একটি শহর। এই শহরটি বিজয়বাড়া থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সবচেয়ে নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন হল কামাম। এর জেলাসদরটি হল বিজয়বাড়া ও ওয়ারান্গাল–এই দুটির মধ্যে অবস্থিত।

১৯৮০–৯০ সালের সময় সাথুপল্লিতে ১০ জন অভ্যাসী সহজ মার্গে অভ্যাস করত। ১৯৯০ সালে এক প্রশিক্ষক ভ্রাঃ পি.সূর্য়া ভাস্কর্ম বেলাপালি থেকে সাথুপল্লিতে বদলি হয়ে আসেন। তিনি অভ্যাসীদের সাথে দেখা করার জন্য প্রায় ৬০ কিলোমিটার এসে সাথুপল্লিতে ভ্রমণ করতেন। ১৯৯৭–৯৮ সালে তাঁর ঘন ঘন পরিদর্শনের কারণ অভ্যাসীদের সংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে ২০ জন অভ্যাসী হয়।

একজন অভ্যাসী ভ্রাতা শহরের মধ্যস্থানে প্রধান সড়ক সংল্লন শহর রাজহমুন্দরী থেকে রাস্তায় ২৭৮ বর্গ য়ার্ড পরিমানে জমি দান করেন আশ্রম নির্মাণের জন্য। এই জমিটি ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সালে শ্রী রামচন্দ্র মিশনের নামে নথিভুক্ত হয়। আশ্রমটি নির্মাণ হয় আর.সি. সি –র স্ল্যাব দিয়ে এবং ওখানের স্থানীয় অভ্যাসীদের দানের দ্বারা ১৯৯৮ সালে আশ্রমটি সম্পন্ন হয়। আশ্রমের ধ্যানকক্ষটি ৫৪৫ বর্গ ফুট ও রানা কক্ষটি ২০০ বর্গ ফুট এবং পুরো এলাকাটি ২৫০২ বর্গ ফুট। আশ্রমে একটি লাইব্রেরী যেখানে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইন্টারকনেক্সন দিয়ে সাজানো হয়। ২৭শে জুন ১৯৯৪ সালে আশ্রমটি উদ্বোধন করেন ভ্রাঃ এস.এ.সারনাথ। ২০১১ সালে ছাতের উপর দুটি অতিরিক্ত কক্ষএবং খোলা হল নির্মাণ করা হয়। ডাইনিং এলাকা এবং রান্নাঘরের ভান্ডার কক্ষ হিসাবে ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সালে উদ্বোধন হয়।

৪০ জন অভ্যাসী একই সড়কে বসবাস করে এবং তারা সম্মেলিত হয় সকাল ৫টার থেকে ৬টায়। ৯টা থেকে ১০টা এবং বিকালবেলা ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সৎসঙ্গের জন্য। হুইসপার এবং মিশনের সাহিত্য পাঠন দৈনিক দিনে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত হয়।

কামাম এবং কোথাগুডেম কেন্দ্র থেক প্রশিক্ষকরা ব্যাক্তিগত সিটিং এবং পুরোদিনের অনুষ্ঠানের পরিচালনার সাথে এই কেন্দ্রের পরিদর্শনও করেন।

ওখানে বর্তমান অভ্যাসীদের সংখ্যা ৮০ জনের মত। সমস্ত অভ্যাসী, যাতে নতুন অভ্যাসীরাও ছিল তারা ২০১৩ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে সাথুপল্লিতে আয়োজিত GITP কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2015 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.